খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 65 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 7 November, 2025 ● ২০ কার্তিক, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মুল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

জনজাতি এলাকার উন্নয়নে ২০২৫-২৬ বাজেটের ৪০ শতাংশের অধিক বরাদ্দ হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ জনজাতি এলাকার উন্নয়ন ছাড়া ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য বাজেট থেকে ৪০ এর অধিক বরাদ্দ রেখেছে। আজ ধলাই জেলার ছৈলেংটা বাজার মাঠে আয়োজিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্রু প্রার্থীদের রাজ্যভিত্তিক টুলকিট বিতরণ এবং ভার্চুয়ালি বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ভার্চুয়ালি উদ্বোধন হওয়া প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে — ছামনু দ্বাদশ স্কুলের নতুন ভবন, ছামনু ফায়ার স্টেশনের নতুন ভবন, মনু আরডি ডিভিশনের অধীন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের নতুন ভবন এবং মনুতে রাস্তার ধারে সৌন্দর্য্যায়ন সুবিধা নির্মাণ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই কার্যক্রমের শুরুতে স্বাবলম্বন যোজনায় ৬টি অটো রিক্সার ফ্ল্যাগ অফ করেছি। এই প্রকল্পে বেনিফিসিয়ারীদের প্রায় ১ লক্ষ টাকার মতো সাবসিডি দেওয়া হয়। আর ব্যাংক লোনের বাকি অর্থ খুব কম সুদে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী কৌশল্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা যোজনা এই দুটো প্রকল্প মিলে বিভিন্নভাবে রিয়াং ভাইবোনদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কাজ করা হচ্ছে। আজ থেকে কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আমবাসায় এসে রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ এখানে এসে সেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি তাদের সঙ্গে কথা বললে তারা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। টুলকিট বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আয়ের উৎস খুঁজে পেলে উন্নয়নও হবে। কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সবাই জানি যে মিজোরাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা রিয়াং শরণার্থীরা দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে কি দুর্বিষহ অবস্থায় ছিলেন। এরআগে অনেক সরকার ছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছিল। কিন্তু শুধু কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া কাজের কাজ কিছু হয়নি। কিন্তু ২০১৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে তাদের সমস্যা সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমাদের সরকার আপনাদের সাথে আছে এবং আপনাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। এই সরকার মানুষকে স্বাবলম্বী করতে কাজ করছে। আমরা চাই তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির। যখন ব্রু রিয়াংদের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তখন ধারাবাহিক আলোচনার ভিত্তিতে ১২টি স্থানে তাদের পুনর্বাসন প্রদান করার ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪৪৫ জনকে প্লেসমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আমরা ৮৯৫ জনকে টুলকিট এবং ২০০ জনকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করেছি। এজন্য ১.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা স্কিল এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ পলিসি ২০২৪ গত বছর প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান প্রদান করা। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে ৩৫,০০০ নতুন প্রার্থী এআই, রিনিউবেল এনার্জি, আইটি সার্ভিস এবং হাসপাতাল সেক্টরের উপর নজর রেখে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যেখানে আমরা দক্ষ কর্মীকে চিহ্নিত করছি এবং তাদের জাপানে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫ জন যুবকে পাঠানো হয়েছে, ৪ জন খুব সহসাই রওনা হয়ে যাবে। এছাড়াও ৬০ জন জাপানি ভাষা শিখছেন। অথচ বিরোধীরা সব সময় বলেন যে বর্তমান সরকার চাকরি দিচ্ছে না। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমার বক্তব্য শুনুন এবং নেতিবাচক প্রচারণা করবেন না। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মোট বাজেটের মধ্যে জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য ৬,৬৪৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে, যা প্রায় ৩৯.০৬। ২০২৫-২৬ সালে আমরা শিক্ষা, খেলাধুলা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য বাজেটের ৪০ এর অধিক বরাদ্দ রেখেছি। আমরা জনজাতি এলাকার জন্য এক্সটার্নালি এইডেড তহবিলও নিয়েছি। কারণ জনজাতি এলাকার উন্নয়ন ছাড়া ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা, ধলাই জেলার সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ বি, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে সহ অন্যান্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও পদস্থ আধিকারিকগণ।

এআরসি পদ্ধতিতে আলু চাষে ৬ হাজার কৃষক পাবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার সহায়তা ও বীজ ঃ কৃষিমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ রাজ্যে আলু উৎপাদনে বিপ্লব আনতে সরকার বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে। আজ মহাকরণে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, এবছর রাজ্যের মোট ৬ হাজার কৃষককে এআরসি পদ্ধতিতে আলু চাষের জন্য সহায়তা দেওয়া হবে।মন্ত্রী জানান, প্রত্যেক কৃষককে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২,০০০ টাকা সহায়তা ও ১,০০০ টাকার কৃষি সামগ্রী দেওয়া হবে। এই প্রকল্পে সরকারের মোট ব্যয় হবে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।বর্তমানে রাজ্যে ২৩,৭০০ জন কৃষক প্রায় ৪৭, ৩৪১ কানি জমিতে আলু চাষ করেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রতি কানিতে কৃষকরা গড়ে ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ কেজি আলু ফলন পেতেন। কিন্তু এআরসি পদ্ধতিতে ফলন বেড়ে ৯,০০০ থেকে ১০, ০০০ কেজি পর্যন্ত হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।তিনি আরও বলেন, ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে আলুর বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে রাজ্য এবং ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে ত্রিপুরা খাবার আলুতে আত্মনির্ভর হবে।২০২৩ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ১০০ জন কৃষককে এই পদ্ধতিতে চাষের জন্য সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। ফলন ভালো হওয়ায় ২০২৪ সালে সংখ্যা বাড়িয়ে ৪০০ করা হয়। ফলাফল আশাব্যঞ্জক হওয়ায় এবার আরকেবিওয়াই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪, ০০০ কৃষককে এবং ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ২,০০০ কৃষককে সহায়তা দেওয়া হবে বলে কৃষিমন্ত্রী জানান। মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং আলু উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভরতার পথে নিয়ে যাবে।

সর্ষের মধ্যে ভূত!

খোয়াই---তেলিয়ামুড়া সড়ক সম্প্রসারণের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ!

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ খোয়াই---তেলিয়ামুড়া জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ ঘিরে প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিযোগ সামনে আসছে। কিন্তু এবার অভিযোগের নিশানা যে জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে, তাতে গোটা প্রশাসনিক মহলই কেঁপে উঠেছে। সর্ষের মধ্যে ভূতের মতো করেই উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য অতিরিক্ত জেলাশাসক থেকে শুরু করে তহশিলদার, সার্ভেয়ার, এমনকি প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক পর্যন্ত জড়িত দুর্নীতির জালে।রাস্তার কাজের নামে চলছে 'ক্ষতিপূরণের খেলা'। সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙছে, জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে কিন্তু ক্ষতিপূরণের টাকাটা কার হাতে যাচ্ছে? অভিযোগ উঠছে, টাকাটা আসলে পৌঁছাচ্ছে "দক্ষিণার সিঁড়ি বেয়ে" তহশিল অফিস থেকে জেলা সদর পর্যন্ত!

স্থানীয়দের কথায়, তহশিলদার থেকে শুরু করে সার্ভেয়ার সকলেই দাবি করছে দক্ষিণা ছাড়া নাকি "বেশি ক্ষতিপূরণ" পাওয়া যায় না! ঘুষের ভাগ এমনভাবে ভাগ হচ্ছে, যেন রীতিমতো একটা "প্রশাসনিক কমিশন চেইন" তৈরি হয়েছে।

সবচেয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির মালিককে না জানিয়েই ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভাড়াটিয়াদের হাতে! আর সেই টাকার মোটা অংশ নাকি উড়ে যাচ্ছে দুর্নীতির কড়াইয়ে। নগদ টাকার ঝনঝনানি আর ক্ষমতার ছায়ায় চলছে এক 'অন্ধের দেশে চশমা বিক্রি'র ব্যবসা!

এরই প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছে। ইচারবিল এলাকায় তো পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে বুধবার জাতীয় সড়কের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে মহকুমা শাসক নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগ শোনেন কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, অভিযোগের পাহাড়ে ঢাকা সেই "উচ্চপদস্থ আধিকারিক"-এর বিরুদ্ধে কেন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না? উন্নয়নের নামে যদি দুর্নীতির রাস্তা তৈরি হয়, তাহলে সেটাকে উন্নয়ন বলা যায় না সেটাই প্রকৃত "১৪ নম্বরী কাজ"।

স্থানীয়দের একটাই প্রশ্ন, "যে সর্ষের মধ্যে ভূত লুকিয়ে আছে, সেই সর্ষ দিয়েই উন্নয়নের প্রদীপ জ্বলবে কীভাবে?"

ডাইনি অপবাদে খুন কাণ্ডের মূল পান্ডা প্রফুল্ল দেববর্মা গ্রেফতার

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ সিধাই থানাধীন অভিচরণ

মনচরণ কোবরা পাড়ায় গত ২৬শে অক্টোবর নন্দ রাণী দেববর্মা নামে এক মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে খুন করে স্থানীয় কিছু তথাকথিত অতিউৎসাহী গ্রামবাসী। পরে মৃতদেহ দাফন করে আত্মহত্যা বলে প্রচার করার চেষ্টা করে তারা। এই খবর চাউর হবার পরে মৃতার ছোট বোন খুনের মামলা করে থানায় এবং ২৮ শে অক্টোবর মৃতদেহ মাটির নিচ থেকে বের করে ময়নাতদন্তের পর পুনরায় দাফন করা হয়। এই খুনের ঘটনায় ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। তদন্তে নামে পুলিশ। অতঃপর বৃহস্পতিবার এই খুন কাণ্ডের মূল পান্ডা প্রফুল্ল দেববর্মাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এখন পর্যন্ত এই ডাইনি অপবাদে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার মোট ৪ জন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান সিধাই থানার ওসি অজিত কান্তি চাকমা। অভিযুক্ত আরো ৫ জনকে অতি শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন ওসি।

জমি তুমি কার - দক্ষিণ মধুপুরে জমির মালিকানা নিয়ে ধোঁয়াশা

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ প্রাক্তন পুলিশ অফিসার নিত্যরঞ্জন দেবের জমি জবরদখলের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ মধুপুর এলাকায়। অভিযোগ, বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বলপূর্বক তাঁর জমি দখল করে নেয়। তবে, এই অভিযোগকে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে দক্ষিণ মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। নিত্যরঞ্জন দেবের দাবি, তাঁর বাড়ির সংলগ্ন দেড় গণ্ডা জমি যার উপর প্রাচীন ফলগাছসহ দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পত্তিপঞ্চায়েত প্রধান জিতেন্দ্র দেববর্মা, উপপ্রধান কালীপদ রায় ও তহশিলদার অর্জুন দাস বলপূর্বক দখল করেন। অভিযোগ, তাঁকে কিছু না জানিয়ে বাড়ির বেড়া ভেঙে জায়গার ভেতরের গাছপালা কেটে ফেলা হয় এবং তাঁকে একাধিকবার ভয় দেখানো হয়। বর্তমানে ওই জমির মূল্য প্রায় প্রতি কানিতে দুই কোটি টাকা বলে দাবি করেন নিত্যরঞ্জন বাবু। তিনি মধুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান। অন্যদিকে, দক্ষিণ মধুপুর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বলে দাবি করেছে। তাঁদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত ভবনটি টিলার উপরে হওয়ায় স্থানীয় প্রবীণ নাগরিক ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল। তাই সমতল জায়গায় ভবন স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সরকার অনুমোদিত খাস জমি থেকে দেড় গণ্ডা জায়গা demarcation করে নেওয়া হয়। পঞ্চায়েত প্রধান জিতেন্দ্র দেববর্মা বলেন,

"উক্ত জমিটি সরকারি খাস জমি, যা আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের অধীনে আনা হয়েছে। নিত্যরঞ্জন দেবকে সরকারিভাবে একাধিকবার জায়গা খালি করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা মানেননি।" তিনি আরও অভিযোগ করেন,

"প্রাক্তন পুলিশ কর্মী সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো প্রচার চালিয়ে সরকার ও বিজেপি দলকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন। এখন দেখা যাক, প্রশাসনের তদন্তে এই জমি দখল বিতর্কের আসল সত্য সামনে আসে কিনা। দক্ষিণ মধুপুরে প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের জমি দখল নিয়ে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে এখন উত্তাল এলাকা। একদিকে নিত্যরঞ্জন দেবের দাবি তাঁর বৈধ সম্পত্তি বেআইনিভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে পঞ্চায়েতের দাবি এটি সম্পূর্ণ সরকারি খাস জমি যা আইনি প্রক্রিয়ায় অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সঠিক তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে আসল সত্যকার জমি, কার অন্যায়।

পাণীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে সরব লংতরাইভ্যালি

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্লান্টে নিম্নমানের চুন ও রাসায়নিক ব্যবহারের অভিযোগে সরব লংতরাইভ্যালি মহকুমার মাছলি বাজার এলাকার মানুষ। লংতরাইভ্যালি মহকুমার মাছলি বাজার এলাকায় সরকারি পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্লান্টে চরম অনিয়মের অভিযোগে উত্তাল গ্রামবাসী। কোটি টাকার সরকারি প্রকল্প "জল জীবন মিশন"-এর নামে চলছে প্রকট গাফিলতি ও দুর্নীতিএমনই অভিযোগ তুলেছে স্থানীয়রা। তাদের দাবি, সরকারি অর্থে গড়ে ওঠা বহুপুরনো এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট আজ কার্যত ভেঙে পড়া এক দূষণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে অপরিশোধিত, আয়রনযুক্ত ও দূষিত জল সরবরাহ হচ্ছে প্রতিদিন। স্থানীয়দের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ট্রিটমেন্ট প্লান্টে নিম্নমানের চুন ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে। ঠিকাদারের সরবরাহ করা এসব উপকরণ আসলে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত চুন ও রাসায়নিক পদার্থ, যা কোনোভাবেই পানীয় জলের পরিশোধনে উপযুক্ত নয়।

ফলে জলের মধ্যে ভারী লোহা ও ময়লা মিশে যাচ্ছে, আর এই জল ব্যবহার করে গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। "আমরা বাধ্য হয়ে এই জল খাচ্ছি, কিন্তু জানি না কোন বিষ পান করছি," বলেন এক ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি এই ট্রিটমেন্ট প্লান্টের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার মধু বসাক ওরফে মনোজ কুমার বসাক নিয়মিত নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ করছেন এবং তাতে দপ্তর চোখ বন্ধ করে আছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্যবছরের পর বছর প্লান্টের কোনো সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিদর্শনই করা হয়নি। প্রথম দিকে জলের মান কিছুটা ভালো থাকলেও, বর্তমানে তা একেবারেই ব্যবহার অনুপযোগী আরও উদ্বেগের বিষয়, এই প্লান্ট থেকেই সরবরাহ হচ্ছে মাছলি বাজারসহ আশপাশের বহুগ্রামের পানীয় জল। মানুষজন জানিয়েছেন, এই জল খাওয়ার পর থেকে ত্বকের সমস্যা, পেটের ব্যথা, এমনকি জন্ডিসের মতো রোগেরও আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। তবুও প্রশাসন নির্বিকার! শুধু মাছলি বাজারই নয়খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ৮২ মাইল, ধূমাচড়া, মনুএইসব এলাকাতেও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টগুলির একই হাল। পরিশোধনের নামে চলছে প্রহসন, আর "জল জীবন মিশন"-এর কোটি টাকার প্রকল্পে সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন শুধু নোংরা জল ও প্রতিশ্রুতির প্রহসন। গ্রামবাসীদের দাবি, অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সরজমিনে তদন্তে নেমে ঠিকাদার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। "সরকারের মুখে উন্নয়নের বুলি আর মাঠে নেমে দুর্নীতির গন্ধএই দ্বিচারিতা আর সহ্য করা যাবে না," বলেন এক ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা।ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে 'জল জীবন মিশন'-এর নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও আজও বিশুদ্ধ পানীয় জলের দেখা নেই! মানুষের প্রশ্নএ কোন উন্নয়নের সুফল? নাকি দুর্নীতির কুফলই এখন গ্রামাঞ্চলের পানীয় জলের প্রতিচ্ছবি?ত্রিপুরার প্রশাসনের জন্য এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন"জল জীবন মিশন" কি মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে, না কি বিষের জলে তাদের ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেঠেলে দিচ্ছে?

সাত দফা দাবিতে ত্রিপুরা কংগ্রেসের গণঅবস্থান

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ রাধানগর বাসস্ট্যান্ডে বৃহস্পতিবার রাজ্যব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস, এনএসইউআই ও সেবা দল। তাঁদের মূল দাবিরাজ্যের সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণসহ সাত দফা বাস্তবায়ন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং প্রশাসনিক অরাজকতা, বেকারত্ব ও মাদক সমস্যার বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলে ধরেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা সাংবাদিকদের বলেন, "বিজেপির শাসনে গোটা দেশে অরাজকতা নেমে এসেছে। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ত্রিপুরায় নেশার ব্যবসা ভয়াবহ আকার নিয়েছে, অথচ সরকার নির্বিকার।" তিনি অভিযোগ করেন, শাসক দলের আশ্রয়ে রাজ্যকে নেশার করিডরে পরিণত করা হচ্ছে, আর প্রশাসন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। এমনকি পুলিশের একাংশ রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে চলে গিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস সাত দফা দাবিপত্র তুলে ধরে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে

১. মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ,

২. সরকারি দপ্তরের সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ,

৩. সরকারি শিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধ,

৪. পুলিশ প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ দেওয়া,

৫. ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল অবিলম্বে পাস করা,

৬. ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে লেখার সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া,

৭. অটো, টমটম ও ই-রিকশা চালকদের হয়রানি বন্ধ করে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ।

কংগ্রেস নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে সংগঠন। তাঁদের বক্তব্য, "ত্রিপুরার মানুষ পরিবর্তন চায়অরাজকতা নয়, কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা।" এই গণঅবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও শতাধিক কর্মী-সমর্থক। তাঁদের একটাই বার্তা"ত্রিপুরায় প্রশাসনিক স্থিতি ও নেশামুক্ত সমাজ গড়তে হলে জনগণকেই একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ২০ কার্তিক, ১৪৩২ বাংলা

ক্ষমতায় অন্ধ দেখেনা রবি ঠাকুরের গুণ

এতদিন ধর্ম বর্ণ নিয়ে রাজনীতি করা দলটা এখন বিশ্বকবি কেও ছাড়লো না। বাঙালী বিরোধী তো এরা আগে থেকেই ছিল। তার বহিঃপ্রকাশ অবশ্য এবার হলো। হিমন্তের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের মুখে কুলুপ এটে তাকে প্রত্যক্ষ ভাবেই সাধুবাদ জানালো দলটি। ভারতীয় জনতা পার্টি, জনতার পার্টি হলেও এরা আবার সব জনতার জন্য নয়। এটা বিরোধী দলের অভিযোগ অব্দি থাকলে এক রকম বিষয় ছিল। কিন্তু দিনে দিনে এরাই এদের কার্‌্যকলাপ এর দ্বারা অভিযোগ কে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । জনগণের মধ্যে এরা এতোকাল হিন্দু মুসলমান করেছে। এখন এরা বাঙালী অবাঙালী করছে। কবিগুরুর মর‌্যাদা প্রাপ্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গাওয়া 'আমার সোনার বাংলা' ভারতে গাওয়া নিষিদ্ধ। এ কথা প্রকাশ্যে না বললেও অসমে হিমন্তের করা উক্তি এমনটাই বুঝিয়েছে। এই গান নাকি ভারতের বুকে গাওয়া মানে দেশ দ্রোহ। হাসিনা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন এটা দ্রোহ ছিল কি ? নাকি ইউনুস এর আমলেই এই উক্তি ! ছেড়ে দিন, মূল প্রসঙ্গ হচ্ছে এই উক্তি কবি গুরুর অপমান। গানটি কোন দেশের জাতীয় সঙ্গীত তার চাইতে ও বড়ো কথা কে এই গান গেয়েছেন? কে রচনা করেছেন? আর যে রচনা করেছেন তার ভারতবর্ষে কি অবদান। সব দিক থেকেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখেন কবিগুরু। আর সেই কবিগুরু কে নিয়ে এহেন মন্তব্য, ধিক্কার।

আসলে, ক্ষমতার বশীভূত হয়ে অন্ধত্ব কামাই করা একেই বলে। তবে, পতনের ইঙ্গিত বললেও ভুল হবে না। গণদেবতারাই শেষ কথা বলে, ভুলে গেলে হবে না বিশ্ব শর্মা বাবুর।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

জমুক পিঠেপার্বণ

পৌষ পার্বণ মানেই পিঠে। বাঙালির হেঁশেল থেকে গোটা বাড়িময় ম-ম করতে থাকা ফুটন্ত পিঠেপুলির সুবাস। কিন্তু সেই চিরাচরিত প্রথা যদি এবার একটু ছক ভাঙে? মানে যদি 'ফিউশন' মকরসংক্রান্তি কাটাতে চান তাহলে পিঠেপুলির সমাহারে একলা বেচারা 'ক্ষীর কমলা'কেও ঠাঁই দিতে পারেন। আপনার পিঠেপার্বণের শো-স্টপার হয়ে দেখাবে এই শীতকালীন ডেজার্ট। কথা দিচ্ছি। বানানোও একেবারে জলভাত! ঝটপট জেনে নিন রেসিপি।

উপকরণ

৭৫০ মিলি দুধ
২টো কমলালেবু
১/২ কাপ কনডেন্স মিল্ক
২টো এলাচ
পরিমাণ মতো কেশর
২ চাচামচ পেস্তা কুচি
প্রয়োজন অনুযায়ী কমলালেবুর খোসা (গার্নিশের জন্য)

প্রণালী

প্রথমে একটা পাত্রে দুধ গরম করতে বসিয়ে দিন। দুধ ঘন করে নিতে হবে। ৭৫০ মিলি দুধ ঘন হয়ে ৪০০ মিলি মতো হবে। এরমধ্যে কনডেন্স মিল্ক, এলাচ, কেশর দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। দুধ ঘন হয়ে গেলে অল্প পেস্তা কুচি দিয়ে নেড়ে গ্যাস বন্ধ করে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিন। কমলার পাল্প থেকে রস বের করে নিতে হবে আর অল্প একটু কুচি করে কেটে নিন। কমলালেবুর খোসা লম্বা করে ছুলে নিন।

এবার দুধ একদম ঠান্ডা হয়ে গেলে ওর মধ্যে কমলালেবুর রস ৩ থেকে ৪ চামচ আর অল্প একটু কমলালেবুর টুকরো দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার চাইলে মাটির বাটিতেও সার্ভ করতে পারেন কিংবা কমলালেবুর বাটি তৈরি করে সেটাতে এই কমলা ক্ষীরের মিশ্রণটা দিতে পারেন। আর ওপর থেকে পেস্তা কুচি ছড়িয়ে দিতে ভুলবেন না। এবার ফ্রিজে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিতে হবে। পরিবেশনের সময় চাইলে লম্বা করে ছাড়ানো কমলার খোসা দিয়ে গার্নিশ করে দিতে পারেন। পিঠেপুলির ভিড়ে এই ঠান্ডা ঠান্ডা কমলা ক্ষীর শোস্টপার হতে বাধ্য।

শেখার এবং নতুন চিন্তাধারার পথ দেখাবে

সংযুক্তাসাহা

যে শিক্ষার্থীটি ক্লাসে প্রথম কিংবা ফলাফল আরো ভালো করার জন্য শিক্ষকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে, সেই ছেলেটির প্রতি সবার সুদৃষ্টি থাকে; বিপরীতে যেই ছেলেটি নিয়মিত ক্লাসে আসে না, ভালো রেজাল্ট করতে পারে না, ক্লাসে চুপচাপ পেছনের বেঞ্চে বসে থাকে, তাকে কেউ ভালো চোখে দেখে না। কিন্তু কেন একজন শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল করে, আরেকজন অমনোযোগী, কেন এমনটি ঘটে, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? যে ছেলেটি ক্লাসে প্রথম কিংবা অঙ্কে-ইংরেজিতে পটু, সে কি ভালো দৌড়? কিংবা ক্রিকেট খেলতে পারে? যে বায়োলজি কিছুই বোঝে না, সে কি ভালো বক্তৃতা দিতে পারে? যে ক্লাসের শেষের বেঞ্চে চুপচাপ বসে থাকে, সে কি ভালো অভিনয় করতে পারে, গান গাইতে পারে? আবার যে শিক্ষার্থীটি গণিত ও জ্যামিতি বোঝে না, সে হয়তো বক্তৃতায় পটু কিংবা সাংগঠনিক দক্ষতায় পারদর্শী, এর বিপরীতে পেছনের বেঞ্চে বসা ছাত্রটিকে কী ব্যবস্থা নিলে সামনের বেঞ্চে বসা ছেলেটির মতো ততর হবে কিংবা তার অঙ্কে দুর্বলতা কাটানোর পন্থা বাতলিয়ে দেওয়া কিংবা ড্রয়িংয়ে অনাগ্রহ ছাত্রটিকে অঙ্কনে সহায়তা করা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনিময়ের প্রবণতা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় খুব একটা কার‌্যকর ছিল না, পয়সার বিনিময়ে শিক্ষকের কাছে কোচিং করে গলাধঃকরণ

করা, পয়সা না থাকলে স্কুল থেকে ছিটকে পড়া, মেধা না থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারি কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বাধ্য করা, কোনো রকমে লেখাপড়া শেষ করে বাবার অফিসে উচ্চ বেতনে এমডি হওয়া, আবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত চাকরি না পাওয়া ইত্যাদি অসংগতি আমাদের সমাজে খুবই বিদ্যমান। আসলে এই প্রত্যেকটি বিষয়ই মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো অর্জনে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কগনিটিভ স্কিলস বা জ্ঞানীয় দক্ষতা অপরিহার্য।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো, কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে এর অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবন করা এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ করে জীবনের চাহিদা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করা, বায়োলজিক্যাল ভাষায় এগুলোকে বলা হয় কগনিটিভ স্কিলস বা জ্ঞানীয় দক্ষতা, যা কোনো সমস্যা বিশ্লেষণ করে সমস্যার সমাধান করার সক্ষমতা শেখায়, জ্ঞানীয় ক্ষমতাকে কখনো কখনো সমষ্টিগতভাবে জ্ঞানীয় বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানীয় চিন্তা বলা হয়, এই ক্ষমতার বলেই মানুষ বিশ্বের ঘটনাবলি উপলব্ধি করতে পারে, ঘটনাপ্রবাহ মনে রাখতে ও ফোকাস করতে পারে এবং পরবর্তীকালে স্থান-কাল-পাত্র বুঝে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। প্রত্যেকটি মানুষের এরকম বেশ কয়েকটি জ্ঞানীয় ক্ষমতা থাকতে পারে, যেমন :মনোযোগ, স্মৃতি, যুক্তি, শ্রবণ এবং ভিজ্যুয়াল প্রক্রিয়াকরণ। মনোযোগ হলো একটি নির্দিষ্ট কাজে মনোনিবেশ করার জ্ঞানীয় ক্ষমতা। এটি একটি প্রকল্প, সিদ্ধান্ত, বা সমস্যার ওপর একজন ব্যক্তির নির্বাচিত ঘনত্বকে বোঝায়। এটি বাহ্যিক উদ্দীপনা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে একই সঙ্গে একাধিক কাজের ওপর ফোকাস করার ক্ষমতাকেও বোঝায়, যা টেকসই সময়ের জন্য মনোযোগে শৃঙ্খলা, ফোকাস এবং সচেতনতার পরিপূরক। এটি শিক্ষার্থীর জন্য একটি মূল্যবান জ্ঞানীয় ক্ষমতা, যা তাদের ব্যক্তিগত এবং দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অর্জনে সহায়তা করে।স্মৃতি (মেমরি) হলো তথ্য শনাক্তকরণ, সংরক্ষণ এবং ধরে রাখার প্রক্রিয়া। এটি স্পষ্টভাবে ও সঠিকভাবে তথ্য স্মরণ করার জ্ঞানীয় ক্ষমতা। শক্তিশালী স্মৃতিসহ শিক্ষার্থীরা দ্রুত তারিখ, সংখ্যা এবং পূর্বে শেখা তথ্য উল্লেখ করতে পারে। উপরন্তু, তারা মনে রাখতে পারে, কীভাবে নির্দিষ্ট কাজগুলি সম্পন্ন করতে হয় এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে জানানোর জন্য পরিস্থিতি নেভিগেট করতে হয়।

আর যুক্তি হলো, কোনো সমস্যার মাধ্যমে চিন্তা করার এবং তার সমাধান করার জন্য কৌশল ব্যবহার করার ক্ষমতা। শিক্ষার্থী তার বিশ্লেষণ, সাধারণ জ্ঞান এবং সংযোগ তৈরির মাধ্যমে অন্য এমন একটি নতুন তথ্যের সেট তৈরি করতে সক্ষম হয়, যা পরবর্তীকালে অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে। শ্রবণ ও ভিজ্যুয়াল প্রক্রিয়াকরণ হলো একজন ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ও শব্দের মাধ্যমে তথ্য ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা। অন্য কথায়, আমরা যা দেখি ও শুনি, তা বোঝার ক্ষমতা। একজন শিক্ষার্থীর ভিজ্যুয়াল প্রসেসিং ক্ষমতা প্রভাবিত করে যে, তারা ছবি, শব্দ ও চিহ্নগুলিকে কতটা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, এগুলো পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করার জন্য নতুন কারিকুলামে সংযুক্ত করা হয়েছে, পোস্টার প্রেজেন্টেশন। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর প্রেজেন্টেশনের সঙ্গে পরিচয় হয় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে গিয়ে। তাই শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে প্রেজেন্টেশন দিয়ে অভ্যাস না থাকায়, অনেকেরই প্রেজেন্টেশনে ভীতি কাজ করে। নতুন শিক্ষাক্রমে পোস্টার প্রেজেন্টেশন যুক্ত করার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের পাবলিক স্পিকিং বা সবার সামনে কথা বলার জড়তা দূর করা। ফলে এই পোস্টার প্রেজেন্টেশনে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

শিক্ষাক্রমের আরেকটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে, দলগত ব্যাবহারিক কাজ, দলগত ব্যাবহারিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের আরো কার‌্যকরভাবে শিখতে সাহায্য করে। কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে একজন মানুষ কোনো কিছু পড়া বা শোনার চেয়ে কাজের মাধ্যমে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে রাখতে পারে। এইসব কগনিটিভ স্কিলস বা জ্ঞানীয় দক্ষতা জীবনের প্রাথমিক স্তরে বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো মস্তিষ্ককে চিন্তা করতে, পড়তে, শিখতে, যুক্তি দিতে, মনোযোগ দিতে ও মনে রাখতে সহায়তা করে। এই দক্ষতাগুলো আগত তথ্য প্রক্রিয়া করতে এবং মস্তিষ্কের উপযুক্ত এলাকায় বিতরণ করতে সহায়তা করে। এগুলোর উন্নতি ও আয়ত্ত করার ফলে সমস্যা সফলভাবে বুঝতে ও সমাধান করতে সক্ষম করে, যা পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগাতে পারে; তবে এগুলোর কোনোটা কারো জন্য প্রবল, আবার কোনোটা দুর্বল। প্রবলগুলোর জন্য তার পারফরম্যান্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো হয়, দুর্বলগুলো পরিচর‌্যা ও সাধনা করে প্রবল করতে হয়। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় এইগুলোর শিমুলেশন বা প্রক্রিয়াকরণ দেখানো হয় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অভিনয়, অডিও-ভিডিও ও মালটিমিডিয়ার মাধ্যমে।

বুড়ো বয়সে তরুণী বধূ মানবজীবনে বিপর্যয়

বুড়ো বয়সে তরুণী বধূ মানবজীবনে কত্তোসব বিপর‌্যয় সৃষ্টি করতে পারে তা আধুনিককালের শারীরবিদ্যা, মনোবিদ্যা থেকে শুরু করে অর্থ-রাজনীতি-মান-সম্মান-মর‌্যাদা ইত্যাদি তাবৎ বিদ্যার বই-পুস্তকে মোটামুটিভাবে নিখুঁত উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দুই হাজার ৪০০ বছর আগে মহামতি চানক্য যেভাবে উল্লিখিত শিরোনামে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্কের বিষয়ে বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর। তিনি যে সাসাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেখানে পতিতাবৃত্তি সম্মানজনক পেশা ছিল। পতিতাদের প্রতিনিধি রাজদরবারে থাকত এবং পতিতাবৃত্তি-সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখভালের জন্য একটি মন্ত্রণালয় পর‌্যন্ত ছিল যার প্রধানের উপাধি ছিল গণিকাধ্যক্ষ।চানক্যের সরকারি নাম ছিল কৌটিল্য আর বংশীয় নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত। তার লিখিত অর্থশাস্ত্র মহাকালের ইতিহাসের প্রধানতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের ভারতবর্ষের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনার আইন-কানুনগুলো তিনি তার গ্রন্থে এতটা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন যার দ্বিতীয় নজির সারা দুনিয়ায় নেই। চানক্যকে নিয়ে সব সময়ই আলোচনা হয়েছে এবং আগামীতেও হবে। কারণ তিনি কোনো হাবিজাবি-ডামি-মামির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। আর তার রাষ্ট্রটি যেনতেন প্রকৃতির কোনো বড় ভাই-দাদা বা স্বামীর করুণার ধন ছিল না। তার শিক্ষা-দীক্ষার মান ছিল তৎকালীন দুনিয়ার সর্বোচ্চ পর‌্যায়ের। তার বীরত্ব, প্রজ্ঞা, মেধা ও কর্মে সফলতার জন্য তিনি এবং তার বন্ধু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যুগপৎভাবে পৃথিবীর ইতহাসে অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন।ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্য যা কি না ১৩৮ বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং এই বংশের তিনজন সম্রাট যথা-চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার ও অশোক কেবল ভারতবর্ষ নয়; তার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্রাটদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। এই সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ৫০ লাখ বর্গকিলোমিটার যা কি না বর্তমান ভারতের আয়তনের প্রায় পৌনে দুইগুণ (ভারতের আয়তন ৩২ লাখ ৮৭ হাজার ২৬৩ বর্গকিলোমিটার)। সুতরাং মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীকে আপনি কি চা-বিক্রেতা হিসেবে ঠাট্টা করবেন নাকি বিনাভোটের অটোপাস প্রধানমন্ত্রী বলবেন, নাকি চা-ওয়ালার দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রধানমন্ত্রী বলবেন তা নিয়ে মুখ খোলার আগে নিম্নের

সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো জেনে নিন-ভারতে তখন প্রভাবশালী নন্দ বংশের রাজত্ব চলছিল। আর সেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো এতটা শক্তিশালী ছিল যে, বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার পর‌্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নন্দ রাষ্ট্র আক্রমণ না করে ফিরে গিয়েছিলেন। নন্দ রাজার পুত্র ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত এবং বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তার মায়ের বংশ পরিচয়ের জন্য রাজ উপাধি থেকে বঞ্চিত হন এবং প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হয়ে তক্ষশিলায় চলে যান। তক্ষশিলা ছিল বর্তমান পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির কাছে অবস্থিত একটি শহর যেখানে তৎকালীন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলার আচার্য হিসেবে চানক্য কর্মরত ছিলেন।কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তক্ষশিলা গিয়েছিলেন আলেকজান্ডারের সাথে দেখা করার জন্য, কারণ ভারতের যে অংশে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন সেটি ছিল তক্ষশিলার খুব কাছে। চন্দ্রগুপ্তের সাথে আলেকজান্ডারের সাক্ষাতের আগেই চানক্যের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায় এবং অল্প সময়ে তাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তৈরি হয়। চানক্য যদিও প্রশাসনিকভাবে তক্ষশিলা বিশ্ববিদালয়ের প্রধান ছিলেন কিন্তু তার পরিচয় ছিল অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপে। তিনি চন্দ্রগুপ্তের দুঃখের কথা এবং সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্য আলেকজান্ডারের সাথে সাক্ষাতের মনোবাসনা জানার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিতে চন্দ্রগুপ্তকে প্রভাবিত করেন।চানক্য কোনো বিদেশী শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে বিপজ্জনক ও অসম্মানজনক বলে আখ্যায়িত করে চন্দ্রগুপ্তকে আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নন্দ বংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য কতগুলো মনোহারী পরামর্শ দেন। চন্দ্রগুপ্ত চানক্যের পরামর্শে জীবন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন এবং দুই বন্ধুর সম্মিলিতি প্রচেষ্টায় ৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নন্দ রাজবংশকে উচ্ছেদ করে যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন তাই ইতিহাসে মৌর্য সাম্রাজ্যরূপে অমর হয়ে আছে।সুতরাং এই সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী যেদিন বললেন বুড়ো বয়সে কেউ যদি তরুণী বয়সের মেয়েকে বিয়ে করে তবে তার জীবন বিষময় হয়ে পড়ে এবং সেটি যে কতটা বিষময় এবং সেই বিষের বীজ বা আকর বিষের বাঁশির সুর যে কতটা বিধ্বংসী তা ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।আজকের নিবন্ধে আমরা চলমান সময়ের কোনো বিশেষ ঘটনা বা কোনো পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ অথবা তার তরুণী বধূর কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছুই বলব না; বরং মহামতি চানক্য কেন বৃদ্ধের তরুণী বধূকে বিষতুল্য বললেন তা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার চেষ্টা চালাব। বুড়ো বয়সে তরুণীকে বিয়ে করলে বুড়ো মানুষটির শরীরে, মনে ও মস্তিষ্কে কি কি বিষক্রিয়া দেখা দেয় তা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি অসম বিয়েশাদির সামাজিক বিষক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করব। তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে বিয়েশাদির মাধ্যমে দৈহিক সম্পর্ক ও বিয়েশাদি বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক অনাদিকালের। কিন্তু মানুষ যখনই সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে ঠিক তখন থেকেই বিয়েশাদির মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক, সন্তান উৎপাদন এবং উত্তরাধিকার মনোনয়নের রূপরেখা তৈরি করে নিয়েছে। যুগভেদে ছোটখাটো পরিবর্তন বাদ দিলে বিয়েশাদির আদি ইতিহাস আজ অবধি চলমান। মহাভারতের যুগে কিংবা ফেরাউন জমানায় অথবা গ্রিক হেলেনীয় সভ্যতা ছাড়াও চীন-আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতায় বিয়েবহির্ভূত সম্পর্ক আজকের মতোই নিন্দনীয় ছিল। আর বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কের মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ সন্তান কখনোই কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে সম্মান ও মর‌্যাদার আসনে বসতে পারেনি। আমাদের দেশে জারজ যেমন একটি অপবিত্র শব্দ, তেমনি হাজার বছরের ইতিহাসের কোথাও শব্দটি এক মুহূর্তের জন্য মানব মনে ইতিবাচক সাড়া ফেলতে পারেনি।বিয়েশাদির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বয়স-বংশ, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, পদ-পদবি ইত্যাদি সব সমাজেই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে কোনোটির অমিল বা ঘাটতি থাকলেই সম্পর্কটি হয়ে যায় অসম- আর প্রত্যেকটি অসম সম্পর্কই নারী-পুরুষের জীবন তছনছ করে দেয়। একান্ত ব্যক্তিগত পর‌্যায়ে শিক্ষা ও চিন্তার মিল না থাকলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে জাহান্নামের অশান্তি নেমে আসে। অভ্যাস ও চরিত্রগত অমিলে দৈনন্দিন ঝগড়াঝাঁটি অনিবার্য। শিক্ষা-দীক্ষা বংশ সমপর‌্যায়ের না হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রভু-ভৃত্য অথবা মনিব-ক্রীতদাসের সম্পর্কের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। তবে সব অসম সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিষময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বৃদ্ধ বয়সে তরুণীর সাথে বিয়েশাদির বিষয়টি। হাল আমলে বৃদ্ধ বলতে সাধারণত ৬০ বছরের চেয়ে বেশি এবং তরুণী বলতে ২০ বছরের চেয়ে কম বয়সী মানব-মানবীকে বোঝায়, যারা দাম্পত্য সম্পর্কে জড়ালে কেমন বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে তা নিম্নে আলোচনার চেষ্টা করব-

বুড়ো বয়সে তরুণীকে বিয়ে করলে বুড়োর ভাঙাচোরা-বিষব্যথার শরীরের হাড়ের সংযোগগুলোতে যে পিচ্ছিলকারক পদার্থ থাকে তা তরুণীর শরীরের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে থাকে। বুড়োর মস্তিষ্কে বিশেষ ধরনের হরমোন তৈরি হয়, যা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য তার শরীরে পাশবিক উন্মাদনা পয়দা করে। ফলে তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে বুড়ো প্রথম প্রথম কয়েক দিন বেশ চাঙ্গাভাব অনুভব করে। কিন্তু অল্প দিন বাদে তার শরীর অবশ হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্কে নানা রকম নেতিবাচক হরমোন তৈরি হতে থাকে। ফলে বুড়োর আয়ু কমে যায়। বিয়ের প্রথম ধাপে বুড়ো বেপরোয়া থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজ-সংসার দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে তরুণীর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ক্ষেত্রবিশেষে ভ্রষ্টতা বুড়োকে দ্রুত মরণের পথে নিয়ে যায়। এই সময় বুড়ো ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তার বিবেক মরে যায়। বিচার ও বিবেচনাশক্তি রহিত হয়ে যায়। তার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায় এবং চলতে ফিরতে তার আচরণ মাতালের মতো হয়ে যায়। তার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় এবং সহজাত মানবিক মূল্যবোধ ও লজ্জা-শরম-হায়া হারিয়ে ফেলে। বুড়ো সমাজ সংসারের কাছে আবর্জনা। আপনজনদের কাছে বোঝা এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ভাইরাসের মতো রোগ-জীবাণুতে পরিণত হয়।

বুড়ো তার তরুণী বধূর আবদার রাখতে গিয়ে অধিক ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ক্ষেত্রবিশেষে সমাজ-সংসারের সাথে দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ-মারামারি থেকে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে, যা বুড়োকে নিঃশেষ করে দেয়। বুড়ো যদি ধনবান ও রাজপুরুষ হন তবে তরুণী বধূর জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-খারাবি ও রাজ্য হারানোর মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। কাম-ক্রোধ লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণের জন্য শরীরে যে সার্কিট ব্রেকার থাকে তা বুড়ো বয়সে অনেকটা অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে বুড়োদের আহার-বিহার-বর্জ্য ত্যাগে সে অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তা তরুণী বধূর কবলে পড়লে মারাত্মক আকার ধারণ করে। তরুণী বধূর বৃদ্ধ ভাতারের (ভাতার নিখাদ বাংলা শব্দ যার অর্থ অন্নের সংস্থানকারী) অন্ন গ্রহণ ও বৃদ্ধ শরীরে শক্তি অর্জনের প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বিপর‌্যয় নেমে আসে। ফলে বৃদ্ধ দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কবরের পানে ধেয়ে যেতে থাকে।তরুণী বধূর কবলে পড়ে বৃদ্ধ নানা রকম অসামাজিক কর্মকাণ্ড-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবিত হয়, যা দেখে তরুণ-তরুণীরা মারাত্মকভাবে বিপথগামী হয়ে পড়ে। নারী-পুরুষের সহজাত সম্পর্কের বিষয়ে অনেকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও আস্থার জায়গাগুলোতে ফাটল ধরে। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যার রসায়নে বৃদ্ধমহলে লোভের সঞ্চার হয়- যুবকদের মধ্যে ঈর্ষা ও হতাশা দেখা দেয় এবং সুখী দম্পতিদের মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থা বাসা বাঁধে। ধনবান বৃদ্ধের ধনসম্পত্তি নিয়ে তরুণী বধূ এবং তার বিবেকহীন লোভী আত্মীয়-স্বজন এবং বৃদ্ধের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে যে বিভেদ তৈরি হয় তাতে অর্থনীতির চাকা উল্টো পথে ঘুরতে থাকে। ফলে অনেকে রাজা থেকে ভিখারিতে পরিণত হয়,

পাঁচ বা সাত নয়, ধ্বংস করা হয়েছিল মোট আটটি যুদ্ধবিমান!

ভারত-পাক সংঘাত থামানো নিয়ে ফের নতুন দাবি ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি ঃ ভারত-পাক সংঘাতের সময় ঠিক কতগুলি বিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল, সেই সংখ্যা বার বার বদলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রনেতা। জুলাই মাসে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, পাঁচটি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল। অক্টোবরে সেই সংখ্যা বদলে ট্রাম্প ফের দাবি করেন, সাতটি বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। এ বার ফের নতুন হিসাব দিলেন তিনি।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনিই। আরও এক বার এমনটাই দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এ বার অতীতের ‘হিসাবের গরমিল’ শুধরে ট্রাম্প জানিয়েছেন, পাঁচ কিংবা সাত নয়, আদতে আটটি বিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল। যদিও ওই বিমানগুলি কোন দেশের ছিল, সে সম্পর্কে এ বারেও স্পষ্ট করে কিছু বলেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

বুধবার মায়ামিতে আমেরিকা বিজনেস ফোরামে এই মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, শুল্ক চাপানো এবং বাণিজ্যচুক্তি বাতিল করার ‘হুঁশিয়ারি’ দিয়েই দুই পরমাণু শক্তিধর দেশকে যুদ্ধ থেকে বিরত করেছিলেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, “তখন আমি ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তির মাঝামাঝি ছিলাম। তার পর আমি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পড়লাম, তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়েছে! সাতটি বিমান গুলি করে নামানো হয়, আর একটি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আদতে আটটি বিমানই গুলি করে নামানো হয়। আমি বলেছিলাম, তোমরা সংঘর্ষবিরতিতে রাজি না হলে আমি তোমাদের সঙ্গে কোনও বাণিজ্যচুক্তি করব না।” এর পরেই দুই দেশের যুদ্ধ থামে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি।

ট্রাম্প আরও দাবি করেন, শুরুতে দিল্লি এবং ইসলামাবাদ এই হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেছিল। ট্রাম্পের কথায়, “ওরা বলেছিল তাদের দ্বন্দ্বের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির কোনও সম্পর্ক নেই। আমি বললাম, অবশ্যই আছে! তোমরা পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। আমি তোমাদের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করব না। তোমরা যদি একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হও, তা হলে আমরা তোমাদের সঙ্গে কোনও চুক্তিই করব না।” পরদিনই নাকি ফোনে ট্রাম্প জানতে পারেন, দুই দেশ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে! মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, “শুনে আমি বললাম, ধন্যবাদ। চলো এ বার বাণিজ্যচুক্তিটা সেরে ফেলি! দারুণ, তাই না? শুল্ক না থাকলে এটা কখনওই সম্ভব হত না।”

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এই দাবি যদিও নতুন নয়। এর আগেও বহু বার ট্রাম্প দাবি করেছেন, পহেলগাঁও কাণ্ডের পরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে সামরিক অস্থিরতা শুরু হয়েছিল, তা থামিয়েছিলেন তিনিই। যদিও ভারত এ বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কথা স্বীকার করেনি। পাকিস্তান অবশ্য ‘ধন্যবাদ’ জানিয়েছে আমেরিকাকে। প্রসঙ্গত, ভারত-পাক সংঘাতের সময় ঠিক কতগুলি বিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল, সেই সংখ্যাও বার বার বদলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রনেতা। জুলাই মাসে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, পাঁচটি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল। অক্টোবরে সেই সংখ্যা বদলে ট্রাম্প ফের দাবি করেন, সাতটি বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। এ বার ফের নতুন হিসাব দিলেন তিনি।

ট্রাম্পের প্রার্থীর শোচনীয় হার নিউ ইয়র্কের মেয়র ভোটে

নয়াদিল্লি ঃ নিউ ইয়র্কের নির্বাচনে লড়াই হয়েছে বটে। তবে ট্রাম্পের প্রার্থী শুরু থেকেই সেই লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছেন। লড়াই হয়েছে দুই ডেমোক্র্যাট নেতার মধ্যে।

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে শোচনীয় হার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির। ডেমোক্র্যাট শিবিরের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থীর সামনে দাঁত ফোটানোর সুযোগ পেলেন না ট্রাম্পের প্রার্থী কুর্টিস স্লিওয়া। মেয়র নির্বাচনে স্লিওয়া ভোট পেয়েছেন ১০ শতাংশেরও কম। মাত্র ৭.১ শতাংশ (মোট ভোটের ৯১ শতাংশ গণনার হিসাবে) ভোট জুটেছে ট্রাম্পের প্রার্থীর। ভার্জিনিয়া এবং নিউ জার্সির গভর্নর নির্বাচনেও হেরেছেন ট্রাম্পের দলের প্রার্থীরা। নিউ ইয়র্কের নির্বাচনে লড়াই হয়েছে বটে। তবে ট্রাম্পের প্রার্থী শুরু থেকেই সেই লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছেন। লড়াই হয়েছে দুই ডেমোক্র্যাট নেতার মধ্যে। এক জন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনীত প্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি। অপর জন ডেমোক্র্যাট নেতা অ্যান্ড্রু কুয়োমো। তিনি নিউ ইয়র্ক প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর। এ বারের নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারিতে (যেখানে একই দলের দুই বা তার বেশি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে লড়াই হয়) মামদানির কাছে পরাজিত হন তিনি। পরে নির্দল প্রার্থী হয়ে মেয়র পদের জন্য লড়াই করেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মামদানি এবং কুয়োমোর মধ্যেই লড়াই হল নির্বাচনে।ডেমোক্র্যাট শিবিরের মনোনীত প্রার্থী মামদানি পেয়েছেন ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোট। নির্দল হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রাক্তন গভর্নর তথা ডেমোক্র্যাট নেতা কুয়োমো পেয়েছেন ৪১ শতাংশের বেশি ভোট। সেখানে ট্রাম্পের প্রার্থী স্লিওয়া ভোট পেয়েছেন সাত শতাংশের আশপাশে। আমেরিকার পাঁচটি কাউন্টি নিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল গঠিত ম্যানহ্যাটন, ব্রুকলিন, কুইনস, ব্রঙ্কস এবং স্টেটেন আইল্যান্ড। মেয়র পদের নির্বাচনে দেখা গেল, পাঁচটির কোনওটিতেই বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেননি স্লিওয়া। চারটি কাউন্টিতেই লড়াই হয়েছে দুই ডেমোক্র্যাট নেতার মধ্যে। শুধুমাত্র স্টেটেন আইল্যান্ডে একতরফা এগিয়ে ছিলেন নিউ ইয়র্ক প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মামদানি ট্রাম্পের প্রার্থী স্লিওয়ার সবগুলি কাউন্টিতেই শোচনীয় ফল হয়েছে। তিনি ম্যানহ্যাটনে ৩.৪ শতাংশ, ব্রুকলিনে ৪.৯ শতাংশ, ব্রঙ্কসে ৭.১ শতাংশ এবং কুইনসে ৯.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। কেবল স্টেটেন আইল্যান্ডেই শতাংশের হিসাবে দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছোতে পেরেছেন তিনি। সেখানে পেয়েছেন ২১.৩ শতাংশ ভোট।গত বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়েও নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি ট্রাম্প। এই পাঁচ কাউন্টির মধ্যে একমাত্র স্টেটেন আইল্যান্ড থেকেই ৬৫ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে ছিলেন তিনি। বাকি চারটি কাউন্টিতে ট্রাম্প ভোট পেয়েছিলেন ৫০ শতাংশের কম (ব্রুকলিনে ২৮ শতাংশ, ম্যানহ্যাটনে ১৮ শতাংশ, কুইনসে ৩৮ শতাংশ, ব্রঙ্কসে ২৭ শতাংশ)। এ বার এক বছরের মধ্যে মেয়র নির্বাচনে দেখা গেল সবগুলি কাউন্টিতেই ভোট শতাংশ আরও কমেছে ট্রাম্পের দলের।শুধু নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনেই নয়, নিউ জার্সি এবং ভার্জিনিয়ায় গভর্নর নির্বাচনেও পরাস্ত হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থীরা। নিউ জার্সিতে ট্রাম্পের দলের প্রার্থী জ্যাক সিয়াটারেলি পেয়েছেন ৪৩.২ শতাংশ ভোট (মোট ভোটের ৯৭ শতাংশ গণনার হিসাবে)। ভার্জিনিয়ায় রিপাবলিকান প্রার্থী উইনসম এরলিসির পেয়েছেন ৪২.৩ শতাংশ ভোট (মোট ভোটের ৯৫ শতাংশ গণনার হিসাবে)। এই দুই প্রদেশেও গভর্নর পদের নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা। গত বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়েও এই দুই প্রদেশে হারতে হয়েছিল ট্রাম্পকে। গত বছর দুই প্রদেশ থেকেই ট্রাম্প পেয়েছিলেন প্রায় ৪৬ শতাংশ ভোট।এ বারের আঞ্চলিক নির্বাচনে নিউ ইয়র্কে ডেমোক্র্যাট শিবিরের প্রার্থী মামদানির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে সুর চড়িয়ে যাচ্ছিলেন ট্রাম্প। আমেরিকার রাজনীতিতে বামঘেঁষা ডেমোক্র্যাট বলে পরিচিত মামদানি। আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডায় জন্ম হলেও তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তিনি ভারতীয় চিত্রপরিচালক মীরা নায়ারের পুত্র। তাঁর পিতা উগান্ডার খ্যাতনামী লেখক মাহমুদ মামদানি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ডেমোক্র্যাট নেতাকে বিভিন্ন ভাবে নিশানা করে আসছিলেন ট্রাম্প। তাঁকে ‘১০০ শতাংশ উন্মাদ কমিউনিস্ট’ বলেও কটাক্ষ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।‘কমিউনিস্ট’ প্রার্থী মামদানি ভোটে জিতলে নিউ ইয়র্ক সিটির জন্য আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন, “যদি নিউ ইয়র্ক কমিউনিস্ট মেয়র বেছে নেয়, তা হলে আমি ওই শহরের জন্য ফেডারেল অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে দেব, যত ক্ষণ না আইন আমাকে তা দিতে বাধ্য করছে।”

উত্তরপ্রদেশে উদ্ধার হল বধূর ঝুলন্ত দেহ

নয়াদিল্লি ঃ নিহত মহিলার নাম সালোনি। মাত্র সাত মাস আগে বান্দার শহর কোতায়ালির নিউমার্কেট এলাকার বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। মৃতার বাবা মনোজের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে নানা ভাবে নির্যাতন করা হত তাঁর মেয়েকে। মাত্র সাত মাস আগে বিয়ে হয়েছিল। বুধবার নিজের ঘর থেকেই মিলল বধূর ঝুলন্ত দেহ। উত্তরপ্রদেশের বান্দায় ঘটনাটি ঘটেছে। পরিজনদের দাবি, পণের দাবিতে খুন করা হয়েছে তাঁদের মেয়েকে। সংবাদমাধ্যম দৈনিক ভাস্করের একটি প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত মহিলার নাম সালোনি। মাত্র সাত মাস আগে বান্দার শহর কোতায়ালির নিউমার্কেট এলাকার বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। মৃতার বাবা মনোজের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে নানা ভাবে নির্যাতন করা হত তাঁর মেয়েকে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দাবি মেটাতে মোটা অঙ্কের ঋণও নিয়েছিলেন মনোজ। কিন্তু তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। শেষমেশ বুধবার তাঁকে ফোন করে জানানো হয়, সালোনি আত্মহত্যা করেছেন।

মনোজের কথায়, “মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ওর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাই। কিন্তু মেয়ের পা মেঝেতে ছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে ওকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পালিয়ে যেতে পারেন!

গোয়ার রুশ মহিলাকে মেয়ের অন্তর্বর্তী হেফাজত দিল না কোর্ট, উঠল চন্দননগরের মামলার প্রসঙ্গও

নয়াদিল্লি ঃ দিল্লি হাই কোর্টের এই মামলাটির ক্ষেত্রে, ২০১৩ সালে দম্পতির বিয়ে হয়েছিল। রাশিয়াতেই বিয়ে হয় তাঁদের। সেখানেই তাঁদের এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। পরে ওই দম্পতি সপরিবার ভারতে চলে আসেন।সন্তানকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারেন রাশিয়ান মা। তাই আপাতত বাবার হেফাজতেই থাকবে চার বছরের ওই সন্তান। সম্প্রতি এক মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশে এমনটাই জানিয়েছে দিল্লি হাই কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, ওই রাশিয়ান মহিলা তাঁর সন্তানকে নিয়ে ভারত ছেড়ে চলে যেতে পারেন, এমন আশঙ্কার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। এমন কিছু ঘটলে বর্তমানে যে আইনি প্রক্রিয়া চলছে, সেটিই অর্থহীন হয়ে যাবে বলে মনে করছে আদালত।

বর্তমানে সন্তানের হেফাজত নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগরের এক রুশ বধূ সন্তানকে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছেন। পারিবারিক আদালতের নির্দেশে তিন দিন পাঁচ বছরের সন্তানকে নিজের কাছে রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন রাশিয়ান মহিলা। পরে জানা যায়, তিনি সন্তানকে নিয়ে মস্কোয় চলে গিয়েছেন। ওই মামলায় কেন্দ্রের তরফে সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়েছে, রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। এ অবস্থায় দিল্লি হাই কোর্টের এই নির্দেশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দিল্লি হাই কোর্টের এই মামলাটির ক্ষেত্রে, ২০১৩ সালে দম্পতির বিয়ে হয়েছিল। রাশিয়াতেই বিয়ে হয় তাঁদের। সেখানেই তাঁদের এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। পরে ওই দম্পতি সপরিবার ভারতে চলে আসেন। প্রথমে নয়ডা এবং দেহরাদূনে থাকতে শুরু করেন তাঁরা। পরে সংসারে বনিবনা না-হওয়ায় আলাদা থাকতে শুরু করেন স্বামী-স্ত্রী। ওই রাশিয়ান মহিলা বর্তমানে গোয়ায় থাকেন। সেখানে যোগচর্চা শেখান। মাসে ২৫ হাজার টাকা করে উপার্জনও করেন। পারিবারিক আদালত জানিয়েছিল, তাঁদের সন্তান বাবার সঙ্গেই থাকবে। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাই কোর্টে যান মহিলা। অন্তর্বর্তী নির্দেশে পারিবারিক হাই কোর্টের নির্দেশই বহাল রাখল হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ ভি শঙ্করের বেঞ্চ নির্দেশনামায় চন্দননগরের মামলার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছে। নির্দেশনামায় বলা হয়েছে, “সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন ঘটনা আদালতের নজরে এসেছে। একটি দেশের নাগরিককে সে দেশের দূতাবাসের কর্তারা ভারত থেকে পালাতে সাহায্য করেছেন বলে প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে। তা নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্টও। ভিক্টোরিয়া বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গের ওই মামলাটি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। ওই ঘটনার ক্ষেত্রে আদালত বাবা-মা উভয়েরই যৌথ হেফাজতের অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মামলাটি এক হতাশাজনক অবস্থায় রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে শিশুটিকে আদালতের এক্তিয়ার থেকে ‘ছিনিয়ে নেওয়া’ হয়েছে। মামলাটি এখন সংবাদমাধ্যমেরও নজরে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বার বার চেষ্টা করার পরেও বিষয়টি কূটনৈতিক লাল ফিতের গেরোয় আটকে রয়েছে।”

বাঙালি অধ্যাপককে চাকরিতে ফেরান!

বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ‘অন্যায্য’ জানিয়ে সার্ক-কে চিঠি বিশ্বের ৩০০ গবেষকের

নয়াদিল্লি ঃ পড়ুয়াদের আন্দোলনে ‘উস্কানি’ দেওয়ার অভিযোগে প্রায় দু’বছর ধরে সাসপেনশনে থাকা বাঙালি অধ্যাপক স্নেহাশিস ভট্টাচার্যকে বহিষ্কার করেছে দিল্লির সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়।

পড়ুয়াদের আন্দোলনে ‘উস্কানি’ দেওয়ার অভিযোগে প্রায় দু’বছর ধরে সাসপেনশনে থাকা বাঙালি অধ্যাপক স্নেহাশিস ভট্টাচার্যকে বহিষ্কার করেছে দিল্লির সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়। এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করে এ বার ‘সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিয়োনাল কোঅপারেশন’ (সার্ক)-কে চিঠি লিখলেন বিশ্বের ৩০০ জন অধ্যাপক-গবেষক। তাঁদের বক্তব্য, যে ভাবে স্নেহাশিসকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তা অন্যায্য। এ ব্যাপারে সার্কই হস্তক্ষেপ করে স্নেহাশিসকে চাকরিতে ফেরানোর ব্যবস্থা করুক। সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিয়োনাল কোঅপারেশন (সার্ক)-ভুক্ত দেশগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক। আগে দিল্লির চাণক্যপুরীতে ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। এখন ময়দানগড়হিতে। বিতর্কের সূত্রপাত ২০২২ সালে। বৃত্তির অঙ্ক বাড়ানোর দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ পড়ুয়া। তাঁদের আরও একটি দাবি ছিল। তা হল, হেনস্থার ঘটনায় বিচারের জন্য তৈরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কমিটিতে পড়ুয়াদের প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে। পড়ুয়াদেপ সেই আন্দোলন পুলিশ ডেকে তোলানোর অভিযোগ

উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার নিন্দা করে যাঁরা সরব হয়েছিলেন, তাঁদেরই এক জন ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক স্নেহাশিস। এর জন্য প্রথমে সাসপেন্ড এবং পরে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বহিষ্কারও করা হয় তাঁকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তকে ‘প্রতিহিংসামূলক’ বলে আখ্যা দিয়ে কর্তৃপক্ষকে আগেই চিঠি দিয়েছিল অধ্যাপকদের সংগঠন ‘ফেডারেশন অফ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনস’। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট (উপাচার্যের সমতুল্য পদ) এবং কার্যনির্বাহী পরিষদকে চিঠি লিখেছিলেন ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অর্থনীতি বিভাগের ১০১ জন প্রাক্তনীও। এ বার সরাসরি সার্কের দ্বারস্থ মোট ৩০৫ জন গবেষক। তাঁদের কেউ দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, কেউ কেউ আবার আমেরিকা এবং ব্রিটেনের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁদের বক্তব্য, নিয়ম মেনে স্নেহাশিসকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেননি কর্তৃপক্ষ। তদন্তও পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। শুধুমাত্র ক্ষমা না চাওয়ার কারণেই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সাসপেন্ড হওয়ার পরেই দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাঙালি অধ্যাপক। দিল্লি হাই কোর্টের একক বেঞ্চ সেই সময় জানিয়েছিল, যে হেতু সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, তাই এ বিষয়ে মামলা শোনার এক্তিয়ার নেই তাদের। এর বিরুদ্ধে দিল্লি হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্নেহাশিস। এই মামলা বিচারাধীন থাকাকালীনই বহিষ্কার করা হয় স্নেহাশিসকে। পরে মামলার শুনানিতে উচ্চ আদালতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, সার্ক চুক্তি মেনে ভারতের সংসদে পাশ হওয়া আইনের আওতায় সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল। এ ব্যাপারে ভারত সরকার পরবর্তী কালে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিল। সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কিছু রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা শোনার এক্তিয়ার নেই কোনও ভারতীয় আদালতের।

পাল্টা স্নেহাশিসদের যুক্তি ছিল, ভারত সরকার সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল সম্পত্তি বা তহবিল সংক্রান্ত বিষয়ে রক্ষাকবচ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও রক্ষাকবচ দেওয়া হয়নি। আর যে হেতু ভারতীয় আইনেই সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, তাই তাদের ভারতীয় সংবিধান মেনেই চলতে হবে। সেই কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ মেনে হাই কোর্ট এই মামলা শুনতে পারে।বাঙালি অধ্যাপকের আরও বক্তব্য, অনুচ্ছেদ ২২৬ ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামোর অঙ্গ। এমনকি ভারতীয় সংসদও পারে না এই নিয়মের বদল ঘটাতে। তা ছাড়া কোনও ভারতীয় আদালতের যদি এক্তিয়ার না থাকে, তা হলে কর্মচারীদের সমস্যার সুরাহা হবে কী ভাবে? দিল্লি হাই কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ নভেম্বর।

ট্রাম্পের প্রার্থীকে গোহারা হারিয়ে নেহরুর ১৫ অগস্টের বক্তৃতা মামদানির মুখে!

নয়াদিল্লি ঃ ভারত স্বাধীনতা লাভের পরে মধ্যরাতে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন নেহেরু, নিউ ইয়র্কে জয়ের পর তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে মামদানির মুখেও। সেই সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনকে তিনি খোঁচা দিতেও ছাড়েননি। নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন ডেমোক্র্যাট শিবিরের ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি। জয়ের পর তিনি স্মরণ করেছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বাণী। ভারত স্বাধীনতা লাভের পরে মধ্যরাতে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন নেহেরু, তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে মামদানির মুখেও। সেই সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনকে তিনি খোঁচা দিতে ছাড়েননি।মামদানি বলেছেন, “আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আজ আমার জওহরলাল নেহরুর কথাগুলি মনে পড়ছে। ঐতিহাসে এই মুহূর্ত বিরল। আমরা পুরাতন থেকে নতুনের দিকে পা বাড়ালাম। একটা যুগ শেষ হল, দীর্ঘ দিন ধরে চেপে রাখা একটা জাতির আত্মা নতুন ভাষা খুঁজে পেল।” ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর নেহরুও এই কথাগুলি বলেছিলেন। নিউ ইয়র্কে নতুন দিনের সূচনা হতে চলেছে, দাবি মামদানির। পূর্বতন প্রশাসনকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, “এটা এমন একটা যুগ হবে, যেখানে নিউ ইয়র্কবাসী নেতৃত্বের কাছ থেকে প্রাপ্তির আশা করতে পারবেন। যা আমরা করতে ভয় পাই, তার জন্য অজুহাতের তালিকা খাড়া করব না, যা এত দিন হয়ে এসেছে।”রিপাবলিকান পার্টির হয়ে নিউ ইয়র্কের মেয়র ভোটে লড়ছিলেন কুর্টিস স্লিওয়া। তাঁকে দাঁত ফোটানোর সুযোগও দেননি মামদানি। নিজে পেয়েছেন ৫০ শতাংশের বেশি ভোট। রিপাবলিকান প্রার্থী ১০ শতাংশ ভোটও পাননি (৭.১ শতাংশ)। নিউ ইয়র্কের ভোটের লড়াইয়ে শুরু থেকেই ছিটকে গিয়েছিলেন স্লিওয়া। লড়াই হয় দুই ডেমোক্র্যাট নেতার মধ্যে। মামদানি ছাড়াও মেয়র হওয়ার লড়াইয়ে ছিলেন ডেমোক্র্যাট নেতা অ্যান্ড্রু কুয়োমো। তিনি নিউ ইয়র্ক প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর। এ বারের নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারিতে (যেখানে একই দলের দুই বা তার বেশি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে লড়াই হয়) মামদানির কাছে পরাজিত হন তিনি। পরে নির্দল প্রার্থী হয়ে মেয়র পদের জন্য লড়াই করেন। তিনি পেয়েছেন ৪১.৬ শতাংশ ভোট।নিউ ইয়র্কের অন্যতম প্রধান সমস্যা জীবনযাত্রার ব্যয় সঙ্কটের কথাও জয়ের পর শোনা গিয়েছে মামদানির মুখে। জানিয়েছেন, তাঁর প্রশাসন এই সমস্যার সমাধানকেই অগ্রাধিকার দেবে। মামদানির কথায়, “আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে থাকবে এই শহরের জীবনযাত্রার ব্যয় সঙ্কট সামাল দেওয়ার অ্যাজেন্ডা। উচ্চ অভিলাষ নিয়ে আমরা সে দিকে এগোব।”আমেরিকার রাজনীতিতে বামঘেঁষা ডেমোক্র্যাট বলে পরিচিত মামদানি। আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডায় জন্ম হলেও তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তিনি ভারতীয় চিত্রপরিচালক মীরা নায়ারের পুত্র। তাঁর পিতা উগান্ডার খ্যাতনামী লেখক মাহমুদ মামদানি।

আবারও ছিনতাই আতঙ্কে বিশালগড় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রশ্ন

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ বিশালগড় মহকুমায় আবারোও ঘটল ছিনতাইয়ের ঘটনা। কন্যাদানের টাকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ প্রশাসনকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বুধবার বিকেলে সজ্জিত ধর নামে এক ব্যক্তি তাঁর ভাগ্নির বিয়ের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন বিশালগড় নিচের বাজার থেকে কমলাসাগরের পথে। ঠিক কমলাসাগর ২ নম্বর গেট এলাকায় দুই বাইকে আসা পাঁচজন দুষ্কৃতী সেই টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পুলিশ একজনকে আটক করেছে, কিন্তু বাকি চারজন এখনও পলাতক। জানা গেছে, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত টহল নেই, রাতে রাস্তায় নিরাপত্তা কার্যত অদৃশ্য। কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর আবারও একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আতঙ্ক বাড়িয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। প্রশাসন ও সরকারের তৎপরতা নিয়ে ক্ষোভও বাড়ছে। মানুষ জানতে চাইছে "ছিনতাই, চুরি, মাদকসব কিছু বাড়ছে, অথচ নিরাপত্তা কোথায়?" এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দায়বদ্ধতা ও কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। বিশালগড়ের মানুষের একটাই প্রশ্ন "আমরা কি নিরাপদ?" প্রতিবার ঘটনার পর তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবে পরিবর্তন আসে না। প্রশাসন যেন শুধু কাগজে কলমে দায়িত্ব পালন করছে। সাধারণ মানুষের করের টাকায় গঠিত এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি জনগণের জীবন রক্ষা করতে না পারে, তবে সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। সরকারের প্রতি মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে কারণ প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তব ফলাফল শূন্য। স্থানীয়দের অভিযোগ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বড় বড় কথা বলা হলেও মাঠে নেমে তার প্রমাণ মেলে না।

ধনপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিদ্যুৎ কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু, এলাকায় শোকের ছায়া

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ *অসতর্কতার কারণে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক বিদ্যুৎ কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল ধনপুর এলাকায়। মৃত কর্মীর নাম এছাক হাউ মুলসুম (বয়স প্রায় ৩৫)। তিনি উদয়পুর মহকুমার কিল্লা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং কাঠালিয়া সাব-স্টেশনের অধীনে ধনপুর বিদ্যুৎ অনুসন্ধান কেন্দ্রে সহকারী বিদ্যুৎ কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার দুপুরবেলায় ধনপুর বাজার সংলগ্ন এসটি লাইনের হাইভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের শাটার ডাউন করার সময়। সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ চলাকালীন তিনি নিজেই ট্রান্সফরমারটি ডাউন করতে যান। সেই সময়েই মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর আহত হন। সহকর্মীরা চিৎকার শুরু করে দ্রুত কাঠালিয়া ও সোনামুড়া ফায়ার সার্ভিস অফিসে খবর পাঠান।কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছানোর আগেই এছাক হাউ মুলসুমের মৃত্যু হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে তাকে ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান, যেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান স্থানীয় বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, সমাজসেবক বিশ্বজিৎ ভৌমিক সহ বহু মানুষ। তারা মৃত কর্মীর পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়ান ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ বলেন, "অত্যন্ত মর্মান্তিক এই ঘটনায় আমরা শোকাহত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবারের প্রতি প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।"এই ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মীরা জানিয়েছেন, এছাক হাউ মুলসুম ছিলেন পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল কর্মী। অসতর্কতার কারণে যে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা যেন ভবিষ্যতে আর না ঘটে সেই আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয়রা।*

কৈলাসহরে মন্ত্রী টিংকু রায়ের বিরুদ্ধে তোপ বিরজিৎ সিনহার

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস ভবনে জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা অভিযোগ করেন, সম্প্রতি দুইজন বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং তারা নকল ভারতীয় নথি তৈরি করেছে, যেখানে বিজেপি দলের সহযোগিতা ছিল বলে তাঁর দাবি। এছাড়াও তিনি চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী টিংকু রায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বীরজিৎ সিনহার অভিযোগ, টিংকু রায়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তিনি আরও জানান, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ওই মন্ত্রীর বিধানসভা এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা কৈলাসহর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতারা আরও বলেন, এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছে। বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার বক্তব্যে স্পষ্ট, অবৈধভাবে বাংলাদেশিদের ভারতে প্রবেশ ও নথি তৈরির বিষয়টি তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। পাশাপাশি মন্ত্রী টিংকু রায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ফৌজদারি মামলার প্রসঙ্গ তুলে রাজনৈতিক স্বচ্ছতার প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন তিনি। এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শাসক দলের বিরুদ্ধে নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা হয়েছে, যা আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

রহস্যজনকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু গৃহবধূর, চাঞ্চল্য

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ *উদয়পুর রাজারবাগ এলাকায় ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। নিজ বাড়িতেই রহস্যজনকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৩ বছর বয়সী এক গৃহবধূর।এটি আত্মহত্যা নাকি খুন, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে প্রতিদিনের মতো মৃতার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ দাস প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যান। সেই সময় হঠাৎ তাঁর বাড়ির গেটের সামনে আগুন দেখতে পান এলাকাবাসীরা। তারা দ্রুত ছুটে গিয়ে দেখতে পান, স্ত্রী দীপ্তি দাস সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ছটফট করছেন। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি জ্বলন্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়েন। ওই ঘটনা দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দীপ্তি দাসকে উদ্ধার করে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। তবে সেখানে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও কারণ, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে রাজারবাগ এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয়দের দাবি, মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ যেন বিস্তারিত তদন্ত চালায়।*

অক্টোবর মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক ছিল, আবহাওয়া দফতর

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ *চলতি বছরের অক্টোবর মাসে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক ছিল। ওই মাসে রাজ্যে মোট ১৫১.৪ মি.মি. বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক গড় ১৫৯.২ মি.মি.-এর তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ কম। আজ আবহাওয়া দফতর থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, চলতি বছর অক্টোবর মাসে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বগাফায়। ওই মাসে ২৪ ঘন্টায় বগাফাতে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে। বগাফাতে মোট ১৭৬.৪ মি.মি এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মৌসম বিভাগ আরও জানিয়েছে, তাপমাত্রার দিক থেকে, ২২ ও ২৩ অক্টোবর আগরতলা বিমানবন্দরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৩৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাসের গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। অন্যদিকে ১৩ অক্টোবর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।*

মহিলাদের কে চাষাবাদে আগ্রহী করে তোলার অভিনব প্রয়াস জোলাইবাড়ি তে

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে প্রয়াসী রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে কাজ করে যাচ্ছে জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তর। বর্তমান সময়ে পুরুষরা কৃষিকাজ করে যাচ্ছে। পুরুষদের পাশাপাশি পরিবারের মহিলাকে কৃষিকাজে প্রশিক্ষন প্রদানে বিশেষ উদ্দ্যোগ নিলো জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তর। মূল লক্ষ্য কৃষিকাজে মহিলাদের আগ্রহ বাড়ানো ও কৃষকদের আয় দ্বীগুন করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়কের কার্যালয়ে কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাসের উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ীর দুইটি ক্লাষ্টারের মহিলাদের নিয়ে জৈবিক পদ্বতিতে কৃষিজ ফসল উৎপাদনের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।এই কর্মশালায় কিভাবে জৈবিক পদ্বতিতে কৃজিয ফসল উৎপাদন করা যায় ও জৈবিক পদ্বতিতে কৃষিজ ফসল উৎপাদন করলে কি কি উপকারিতা রয়েছে তানিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করাহয়। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি বৃন্দরা কৃষকদের হাতে জৈবিক পদ্বতিতে কৃজিয ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন সামগ্রী বিতরন করেন। জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ভাইসচেয়ারম্যান কেশব চেঁধুরী, ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ ও জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের এগ্রিষ্টেন্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট জয়দেব দত্ত। আজকের এই কর্মশালা সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানালেন জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস। কৃষিদপ্তরের কার্য্যালয়ে আয়োজিত আজকের এই কর্মশালায় উপস্থিত মহিলা কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা যায়।

বন্দে মাতরম সঙ্গীত এর ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান বিশালগড়ে

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপনে বছরভর নানা কর্মসূচি নিল রাজ্য বিজেপি। ৭ নভেম্বর থেকে এই কর্মসূচি শুরু। গোটা দেশের সাথে তাল মিলিয়ে রাজ্যে এবং বিশালগড় মহকুমা তেও এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে চলেছে।এই নিয়ে মহকুমা প্রশাসক এর সাথে আজ এক বর্ধিত আলোচনা সভার আয়োজন হয় বিশালগড় এসডিএম অফিসে। ছিলেন এসডিএম বিষ্কি সাহা, বিধায়ক সুশান্ত দেব, মণ্ডল সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ার পারসন সহ অন্যান্যরা। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ ঘটিকায় শুরু হয় বৈঠক। আগামী ৭ নভেম্বর বিশালগড় চৌমুহনী এলাকায় এই অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বৈঠকের মধ্যে দিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫০ জনের অধিক শিল্পীরা একসাথে বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বলেও জানানো হয়েছে।

২ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা সহ আটক দুই

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ ধর্মনগরের আনন্দবাজার নাকা পয়েন্টে পুলিশের তল্লাশিতে উদ্ধার ২ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট ও নগদ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। সঙ্গে আটক করা হয়েছে ২ যুবককে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানার পুলিশ আনন্দবাজার নাকা পয়েন্টে যানবাহনে তল্লাশি চালানোর সময় বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে এদিন। একটি পালসার বাইক আটক করে তল্লাশি চালিয়ে বাইক থেকে দুই হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।এই নেশাপাচার চক্রে জড়িত দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ইরানি এলাকায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানান, অন্যান্য দিনের মতো নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালানোর সময় একটি সন্দেহভাজন বাইক আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে বাইকের সিটের নিচ থেকে একটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। দশটি প্যাকেটে মোট দু হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট মিলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পুলিশের পদস্থ আধিকারিক ডিসিএম এবং ফরেনসিক ল্যাবের কর্মকর্তাদের জানানো হয়। এধরনের তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বটতলায় ফুটপাত দখল মুক্ত অভিযানে পুরনিগমের টাস্ক ফোর্স

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ আগরতলা পুরো নিগমের টাস্ক ফোর্স, ট্রাফিক বিভাগ ও পুলিশের যৌথ প্রয়াসে রাজধানীর জনবহুল সড়ক গুলো কে যানজট থেকে মুক্ত করতে এবং অবৈধ পার্কিং রুখতে প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে অভিযান চালানো হয়। চলতি মাসে ৪ তারিখ থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর রাধানগর থেকে শুরু করে শকুন্তলা রোড অব্দি বেশ কিছু জায়গায় এই অভিযান চালানোর পর ৬ই নভেম্বর বটতলা বাজার এলাকায় এই অভিযান চলে। বটতলা বাজার সংলগ্ন মূল সড়কের আশেপাশে অবৈধভাবে যে সমস্ত গাড়ি বা বাইক পার্কিং করা হয়েছে সেগুলোর মালিক কে মোটা অংকের ফাইন দিতে হয়। ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন গত মাস ও এই মাস মিলে ২০০০ এর ও বেশী অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধে ফাইন ধার্য্য করা হয়েছে। এছাড়া শহরাঞ্চলে চলমান বহু বাইক বা স্কুটি চালক ডিজিটাল ফাইন থেকে বাঁচার জন্য নম্বর প্লেট নিয়ে কারসাজি করা শুরু করেছে। যা একই ভাবে ফাইন ধার্য্য করার মতো অপরাধ। এদের বিরুদ্ধে ও টাস্ক ফোর্স কড়া পদক্ষেপ নেবেন এবং নিচ্ছেন ও। নম্বর প্লেট ঢেকে রাখা, কিংবা ভুয়া নম্বর ব্যবহার করার মতো একাধিক ঘটনা রোজ ঘটে চলেছে। হেলমেট পরিধানের জন্য ও ট্রাফিক দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত সচেতনতা বাড়াতে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে। তথাপি একাংশ আইন কানুন কে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে মর্জি চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আগামী দিনেও এই অভিযান জারি রাখা হবে এবং শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে, যান চলাচলের সুবিধার্থে অবৈধ পার্কিং রুখতে ও কার্যকরী ব্যবস্থা নেবে পুরো নিগম ও ট্রাফিক দপ্তর। এমনটাই জানালেন এদিন ট্রাফিক দপ্তরের আধিকারিক।

ডিওয়াইএফআই এর ধনপুর ১৪ তম অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ *আজ DYFI ধনপুর ১৪ তম অঞ্চল*

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আজ বৃহস্পতিবার। উক্ত সম্মেলনে এদিন প্রায় ৪৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের রক্তিম পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অভিজিৎ মজুমদার। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সংগঠনের বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মো: সেলিম। সম্মেলনে আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহা, বিভাগীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কাওছার আহম্মেদ, সুমন দে, অভিজিৎ মজুমদার ও মো: হানিফ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভাগীয় কমিটির সদস্যা প্রতি শীল সহ অন্যান্য সদস্যরা। এতে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন সুকান্ত দেবনাথ এবং সভাপতি হিসাবে নির্বাচিন হন সন্তোষ পাল। এদিনের সম্মেলনে নতুন করে ২৩ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

বনাঞ্চল এলাকায় ফের শুরু দাঁতালের তান্ডব, উদাসীন বন বিভাগ

খবরে প্রতিবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ ঘিলাতলী ও কৃষ্ণপুর সন্নিহিত এলাকায় ফের শুরু হয়েছে বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডব। ধান ও সবজি ক্ষেতের পর এবার রাবার বাগানকেই নিশানা করেছে হাতির দল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১০ থেকে ১২টি বন্য দাঁতাল হাতি, যার মধ্যে ছোট-বড় সব বয়সের হাতি রয়েছে, প্রায় প্রতিদিন রাতেই দলবেঁধে লোকালয়ে প্রবেশ করছে। চাষীরা জানান, এই কয়েক সপ্তাহে অন্তত ২০-২৫টি পরিপূর্ণ রাবার গাছ হাতিরা ভেঙে ফেলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষী মরণ সরকার বলেন, "রাত নামলেই হাতিরা বাগানে ঢুকে গাছ ভাঙছে, পাতাগুলো খাচ্ছে। আমরা আতঙ্কে রাত জেগে থাকি। বনদপ্তরকে বারবার জানালেও তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।" স্থানীয় কৃষকদের দাবি, বনের ভেতরে পর্যাপ্ত খাবার না থাকায় হাতিরা এখন গ্রামীণ এলাকায় প্রবেশ করছে। ফলে কৃষকদের ফসল ও রাবার বাগান চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, বনের প্রাণীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে কোটি টাকার জিপিএস ট্র্যাকার প্রকল্প চালু হলেও তার কোনো বাস্তব ফল পাওয়া যায়নি। চাষীদের আরও আক্ষেপ, রাবার গাছ নষ্ট হওয়ার পরও ক্ষতিপূরণ মেলে না, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রশাসনের তরফে তেমন কোনো সহায়তা আসে না। ক্রমাগত ক্ষতির মুখে পড়ে আর্থিক সংকটে ভুগছেন চাষীরা। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা দ্রুত বনদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে এই হাতির তাণ্ডব আগামী দিনে আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে, এবং মানুষের জীবন ও জীবিকা দুটোই বিপন্ন হবে।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751